বিশেষ বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দেন বিদায়ী প্রধান বিচারপতি মঞ্জুলা চেল্লুর। আজ প্রায় ৩০টি চিটফান্ডের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে বেঞ্চে।

উইন্ডো সিস্টেম' চালু করার নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই নিয়ম মেনে প্রতি বছর কলকাতা পুরসভা ও পুলিশ সমন্বয় করেই পুজো কমিটিগুলিকে

কর্তাদের এদিন নানা নির্দেশ ও পরামর্শ দেন ... জানান, "মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে অন্যবারের মতো এবারও 'ওয়ান-উইন্ডো-সিস্টেম' চালু রয়েছে।"

সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, কেন্দ্রের কাছে দাবি। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে এই সমগ্র। যতদিন না দাবি পূরণ হবে ততদিন লড়াইয়ের ময়দানে থাকবে বামেরা।

লক-আপে বন্দি মৃত্যু ঠেকাতে ডিউটি চার্টের সুপারিশ কমিশনের

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

লক-আপে বন্দিমৃত্যু আটকাতে কলকাতা-সহ সারা রাজ্যের প্রতিটি থানার ওসিদের কাজের ডিউটি চার্ট রাখার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করল মানবাধিকার কমিশন। বটতলা থানার লকআপে এক বন্দিকে পুলিশ পিটিয়ে মারার ঘটনার জেরে মঙ্গলবার রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই সুপারিশ করেছেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায়। রাজ্যের কাছে পাঠানো কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বিবেক দেশমুখ নামে এক বন্দিকে বটতলা থানার লকআপে পুলিশই পিটিয়ে মারে।

এই ঘটনার জেরে ওসিদের কাজ ও দায়িত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেই তাঁদের ডিউটি চার্ট তৈরি করার জন্য নবান্নকে জানিয়েছে কমিশন। ওসিদের পাশাপাশি লকআপের দায়িত্বে থাকা কনস্টেবল থেকে শুরু করে ডিউটি অফিসারদেরও কাজের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে মৃত বন্দি বিবেক দেশমুখের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বলেও জানিয়েছে কমিশন।

গতবছরের সেপ্টেম্বর মাসে সোনাগাছি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা বিবেক দেশমুখকে গ্রেফতার করে বটতলা থানার পুলিশ। এরপর তাকে রাখা হয় থানার লকআপে। সেখানেই বিবেককে পুলিশ পিটিয়ে মারে বলে অভিযোগ। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে লালবাজারের হোমিসাইড বিভাগে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের

হয়। এই ঘটনায় শুরু হয় বিচারবিভাগীয় তদন্ত। এই তদন্তে বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট স্পষ্ট জানিয়ে দেন, লকআপে পুলিশই পিটিয়ে মারে বিবেককে। ঘটনার জেরে তৎকালীন ওসি ভগীরথ মিশ্রকে বটতলা থেকে সরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় শিয়ালদহ আদালতের কোর্ট ইন্সপেক্টর পদে। সরিয়ে দেওয়া হয় অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদেরও।

এই ঘটনার অনুসন্ধান শুরু করে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন। জেরার জন্য ওসি-সহ অন্যান্য অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের তলব করা হয় কমিশনে। কমিশনের সদস্যদের সামনে ওসি জানান, "ঘটনার সময় আমি ছিলাম থানার কোয়ার্টারে। আমাকে এ বিষয়ে থানার কোনও কর্মী খবর দেয়নি। সেই কারণে ঘটনার বিন্দুবিসর্গ আমি জানি না।" ওসির এই উত্তরে সন্তুষ্ট নয় কমিশন। কমিশনের বক্তব্য, লকআপ-সহ থানার পুরো দায়িত্বই ওসির। সেক্ষেত্রে বিবেককে লকআপে পিটিয়ে মারা হল অথচ ওসির কোনও দায়িত্ব রইল না, তা কী করে হয়?

অনুসন্ধানের পর ক্ষুব্ধ কমিশন নবান্নে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে তাতেও বিবেককে পিটিয়ে মারা হয়েছে বলেই উল্লেখ রয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছে কমিশনের চেয়ারপার্সন নাপরাজিত মুখোপাধ্যায় সুপারিশে জানিয়েছেন, প্রতিটি থানায় ওসি-সহ অন্যান্য কর্মীরা কে কী কাজের দায়িত্বে রয়েছেন, তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা লিখিত আকারে রাখতে হবে। এই ডিউটি চার্ট অনলাইনের মাধ্যমে থাকবে লালবাজারের ওসি কন্ট্রোল রুম এবং নবান্নের ডিজি কন্ট্রোল রুমে। সেই ডিউটি চার্ট মিলিয়ে কন্ট্রোল রুম থানার পুলিশ কর্মীদের কাজ ও দায়িত্বের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে

সংবাদ প্রতিদিন
28/08/16